ভাস্কর সাবে তার আগের 'অভিজিৎ রে কিছু কথা' শিরনামের লিখাটায় আমার স্ট্যান্ড নিয়া কিছু শক্ত কথা কইয়া আমারে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইছেন। আমি মনে করি আমার পক্ষ থেইক্যা অন্ততঃ কিছু অভিযোগের উত্তর দেওন প্রয়োজন।

ভাস্করের 'মৃত্যু পরোয়ানা জারি করাটাই...' -এই উক্তির রহস্য :

ভাস্কর সাবে কইছে - 'কিন্' অভিজিৎ সাহেব আপনি এই কথা দিয়া আসলে কী বুঝাইতে চাইলেন? মৃত্যু পরোয়ানা জারী করাটাই মৌলবাদীগো অপরাধ?'। আসলে ভাস্কর সাবে এইখানে হঠাৎ কইরাই সব কিছু ক্যাচায়া দিছেন। অযথা 'মৃত্যু পরোয়ানা জারি করাটাই' - মানে 'ই' প্রত্যয় যোগ কইরা কথাটার অন্য অর্থ করছেন। আমি কি কইছি নাকি 'মৃত্যু পরোয়ানা জারি করাটাই' মোল্লাগো একমাত্র অপরাধ, আর তাগো অন্য কোন অপরাধ নাই? খামাখা আমার মুখে কথা বসাইতেছেন ক্যান? কথা হইতেছে কাউরে ফতোয়া দেওন একটা অপরাধের মইদ্দে পরে কিনা, আর কাউরে মাইরা ফেলনের লাইগ্যা টেকা অফার করণ দোষের মইদ্দে পরে কিনা, এইটা কন। ভাস্কর সাব কি এইগুলানরে অপরাধ বইলা স্বীকার করেন? তইলে ভালা। এখন এই অপরাধ মোল্লাদের পক্ষ থেইক্যা করা হইতেছে হর-হামেশাই, হুমায়ুন বা তসলিমা গো পক্ষ থেইক্যা না। মোল্লারা যত ইচ্ছা চিল্লা ফাল্লা লেখা-লিখি করুক না; কারো গলা কাটা, রগ কাটা, চাপাতি দিয়া কুপাকুপি করা, ফতোয়া না দিলে তো আমার বা আপনের কারোরই আপত্তি নাই। এই সোজা ব্যাপারটা ঘুরালো করণের তো কারণ দেখি না।

তসলিমা-হুমায়ুনের 'গালাগালি'ঃ

ভাস্করে জিগাইছেন মোল্লারা না হয় ফতোয়া দিছে, মাগার হুমায়ুন তসলিমারা যে গালাগালি করছেন সেইটা জায়েজ কিনা। এখন হুমায়ুনের লিখাটা 'গালাগালি' নাকি 'ফ্যাকটস' সেইটা অ্যাবসুলইউটলি বিচারের ভার আপনেরে কেডা দিল? এই আপনেই না এর আগের একখান লিখায় লিখছিলেন কারো রুচি ঠিক করণের ভার তসলিমা বিরোধিগো কেউ দেয় নাই? হেই আপনেই আবার সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'গালাগালি' টাইনা আইনা ১৮০ ডিগ্রি টার্ন নেন ক্যান? 'গালাগালি' ঠিক করণের ভার আপনেরেই বা অহন কেডা দিল? ধরেন আজাদ সাহেবের 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' বইটার কথা। অনেকের কাছে এইটারে গালাগালি মনে হইবার পারে, আবার কারো কাছে মনে হইবার পারে 'পিওর ফ্যাকটস'। এহন আমার পয়েন্ট টা আসিল, একটা বই লিখলে কেউ যদি ফতোয়া খায় বা চাপাতির কোপ খায়, তা হইলে তো আমরা অন্ধকার যুগেই বাস করতাছি, নাকি? এইটা তো সমর্থনযোগ্য না।

তসলিমার পুরস্কার আর দেশদ্রোহিতাঃ

তসলিমা পুরস্কার পাইছে এইটা একটা ইনফরমেশন, আমার আস্থা আছে কি নাই ওইটা হইল ভিন্ন প্রসংগ। আবারো আমার মুখে কথা বসাইতাছেন। আমি ওইটা কইছিলাম তসলিমা দেশরে আসলেই খাটো করছে কিনা ওই বিষয়ে। আর দেশের নামে নেতিবাচক কিছু কইলেই কাউরে 'দেশদ্রোহী' বানাইতে হইব, নাগরিকত্ব বাতিলের দাবী জানাইতে হইব এই বিশ্বাসে আমি বিশ্বাসী না। দেশের সমালোচনামূলক কথারে 'দেশদ্রোহিতা' কইলে চমস্কি, অরুন্ধুতী রায়, রবার্ট ফ্রিস্ক সহ অনেক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিগোই দেশদ্রোহিতার খাতায় নাম উঠান লাগবো। একটা সময় আছিল যখন আমরা 'দেশদ্রোহি' বলতে গোলাম আজম নিজামীর মতন রাজাকার আলবদরদেরই বুঝতাম। আর এই জামানায় তো সেই দেশদ্রোহির সংজ্ঞা আর নাই। বরং গোলাম আজমের বিচার চাইয়া গণাদালত করছিল বইলা জাহানারা ঈমামের নামে 'রাষ্ট্র দ্রোহিতার' মামলা হইছিল বিগত সরকারের আমলে। মাইনরিটি গো উপরে অত্যাচারের কাহিনী আন্তর্জাতিক মাধ্যমে তুইলা ধরণের কারণে আর সরকারের সমালোচনা করার কারণে জেল-জুলুম-নির্যাতন সইয্য করতে হইছে শাহরিয়ার কবির, মুন্তাসীর মামুন আর সালিম সামাদ গো। সরকার ঢালাওভাবেই কইছে এরা সব দেশদ্রোহি। বাংলাদেশে মেয়েদের অবস্থা আসলেই নৈরাজ্য জনক। সিমি বানু, মাহিমা, ফাইমা গো কাহিনী পত্রপত্রিকায় পড়লে বুঝন যায় মেয়েদের উপরে অত্যাচারের মাত্রা সাম্প্রতিক সময়ে অনেক বাড়ছে। এই তো গতকালও প্রথম আলো খুইলা দেখলাম এক গ্রামে এক মহিলারে আরেকটু হইলেই জ্যান্ত কবর দিবার গেছিল। এইগুলান খবর প্রকাশ করলে যদি কেউ 'দেশদ্রোহি' হইয়া যায়, তা হইলে আর বলনের কিছু নাই। আমি এইগুলান 'বিতর্কিত' বিষয় লইয়া ভোরের কাগজে ১১ তারিখে একখান লেখা লিখছিলাম। তবে হ্যা ঘরে ঘরে মেয়েরা রেপড হইতেছে না - পূর্বার এই কথাটা ঠিকই। তসলিমা যদি ওইটা কইয়া থাকে তা হইলে ওই কমেন্ট আনফরচুনেট আর ইডিয়টিক! এইটারে আমার মতে 'অতিরঞ্জন' হিসাবে ধরন যাইতে পারে, দেশদ্রোহিতা না, যদিও এইটা আমার ব্যক্তিগত মত।

বেশী পড়া, কম পড়াঃ

আমি পূর্বারে উদ্দেশ্য কইরাও কিছু কই নাই, কাউরে কটাক্ষও করি নাই। কথা হইতেছিল, আমিনীর একটা উক্তি লইয়া যেটাতে আমিনি কইছে যে সে তসলিমার একটা বইও অহন্তরি পড়ে নাই, মাগার ওই ব্যাডা তসলিমার ফাসি চায়। পুর্বা এই উক্তিটা সমর্থন তো করছেই, আবার সন্দেহ করছে তসলিমা কি বিজেপি লইয়া বা অন্য সাম্প্রদায়িকতা লইয়া কিছু লিখছে কিনা। আমি খালি কইছিলাম আমগো কারো বিরুদ্ধে উক্তি বা বড় বড় অভিযোগ কইরা দেওনের আগে একটু পইড়া লওন ভালা। আমরা হালায় পড়ি কম, মাগার ফাল পাড়ি বেশি। এই 'আমরা'র মইধ্যে আমিও আছি অবশ্য।

উর্দু ভাষাঃ

পূর্বা যেমনে উর্দু ভাষার কথাটা আমদানী করছে, ওইটা আসলেই আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হইছে। এখানে ভাষা তো কোন ফ্যাকটর আছিল না। কথা হইতাছিল ফতোয়া লইয়া। উর্দু ভাষায় অনেক ভালা ভালা গজল, কবিতা গান রচিত হইছে মাশাল্লা। কে কোন ভাষায় কথা কয় এইটা এই আলোচনার ক্ষেত্রে কোন ফ্যাকটর না বইলা এই অধমে মনে করে।

ভাস্করের 'মার্কিন হইয়া যাওন'ঃ

আমি কখন কইলাম ভাস্কর সাবরে মার্কিন হইয়া যাইতে? আমি কইতাছিলাম চমস্কির মতন লেখকেরা আমেরিকাতে বইসাই আমেরিকার ফরেন পলিসির বিরুদ্ধে দেদারসে লিখতে পারেন। কেউ ফতোয়াও দেয় না, কেউ তার মাথার লাইগ্যা পুরস্কার ও ঘোষনা করে না। এইটা তো ঠিকি। তাই বইলা কি আমি কইছি আমেরিকা খুব ভালা দেশ, হের কোন দোষ নাই? বহির্বিশ্বের দিকে তাকাইলেই বুঝন যায়, আমেরিকা হইতাছে হিউম্যান রাইটসের সব চাইতে বড় লংঘনকারী। আমেরিকার ফরেন পলিসি খুবই খারাপ, হেইডা আপনেও জানেন আমিও জানি। মাগার তাই বইলা যেইটুকুন ভালা সেইটুকুন কইলে কি মহা অপরাধ হইয়া যাইব? আমেরিকায় চলতে ফিরতে গেলে হঠাৎ কইরা গ্রেনেডে উইরা যাওনের সম্ভাবনা কম, চাপাতি বা বোমা হামলায় লুলা বাবা হইয়া যাওনের ভয় কম। বুশরে গালি দিলে র‍্যাবের 'ক্রসফায়ারে' মরবার কারণ নাই। যারা এই ফোরামে আমেরিকায় বইস্যা থেকেইকা লিখতাছেন আর আমেরিকার চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করতাছেন তারা বাংলাদেশে ফিরা না গিয়া কোন সুযোগ-সুবিধার স্বার্থে আমেরিকায় পইড়া আছেন তা আমিও জানি, আপনেও। অযথা এইটা অস্বীকার কইরা কি লাভ?

আসলে ভাস্কর সাবের ইদানিংকার লেখার মইধ্যে সবকিছু 'ব্যালেনসড' করার সুর লক্ষ্য করতাছি। তসলিমার থ্রেডে গত লিখায় পূর্বা, লোপা, জাহেদ, মানস সবাইরে একটু মোলায়েম চাপর দিয়া লিখছিলেন; কারো সম্বন্ধে কইলেন যে উনি আগের স্ট্যান্ড চেইঞ্জ করছে, কাউরে কইলেন -'ইসলামি মৌলবাদ সাপোর্ট কইরা গেল', কাউরে আবার কইলেন, 'উনি তসলিমারে দেবতা বানাইতে চাইতাছে', আবার কারো লেখা 'নৈরাজ্যজনক' বইলা উনার বোধগম্য হইল। যাও আভিজিতরে ওই লেখাটা হইতে অব্যাহতি দিছিলেন, এইবার আবার ফিরা আইস্যা (বোধ হয় পরে মনে পড়ছে আভিজিতরে আর বাদ দেই ক্যান, নইলে নিরপেক্ষতা হারামু!) পুরা লেখাটাই অভিজিৎ রায়রে লইয়া বয়ান কইরা গেলেন। তার 'ব্যালেনসড সমালোচনার' ষোলকলা তাইলে এতক্ষণে পূর্ণ হইল। খারাপ না অবশ্য। তার এই আর্টিফিসিয়ালি সব কিছু 'ব্যালেনসড' বানানোর প্রচেষ্টার সন্দেহটা আরো দৃঢ় হয় যখন দেখি উনি মোল্লাগো ফতোয়া

দেওন বা চাপাতি দিয়া কোপাকুপির লগে অজথাই হুমায়ুন আজাদ বা তাসলিমার সো-কলড 'গালাগালি' একই পাল্লা পাথরে মাপবার চাইতাছেন। আমি কি ভুল কইলাম ভাস্কর সাব?

আমার মাঝে মইদ্দে মনে হয়, সাম্প্রদায়িক শক্তির লগে হাত মিলানোও যেমন খারাপ, অজথা সব কিছুরে 'ব্যালেনসড' কিংবা 'নিরপেক্ষ' কইরা দেখানোর চেষ্টা করার মইধ্যেও কোন মাহাত্ম্য নাইক্কা। দুর্মুখেরা কয় এই ধরনের ছদ্দবেশী নিরপেক্ষতার নাম হইল গিয়া 'সুবিধাবাদ'। আর তাছাড়া এই আমগো সমাজটাই যখন ব্যালেনসড না, তখন অযথা নিরপেক্ষ সাইজ্যা কি ছাতার লাভ হইব কন?

তাসলিমা নিয়া তো অনেক ক্যাচাল হইল এই ফোরামে, এইবার একটু ক্ষ্যামা দেওন যায় না? আমি অন্ততঃ আর লিখতাছি না। ভাস্কর সাব যদি আবারো এইডার জবাব দেন, তাইলেও আমি আর নাই। এই ক্যাচাল করণের চেয়ে বরং কামরুজ্জামান কামু আর কাজী জেসিনের কবিতা পড়ন অনেক আনন্দের।

সবাইরে পহেলা ফাল্গুন আর ভ্যালেন্টাইনস ডের শুভেচ্ছা জানাই।

২/১৩/০৫